গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়
শাহজাদপুর , সিরাজগঞ্জ
E-mail ueoshahzadpur2015@gmail.com

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে বিদ্যালয় পুনরায় চালু করণের সংক্ষিপ্ত বিবরণী :

১। উপজেলা/থানাঃ	শাহজাদপুর		
২। জেলাঃ	সিরাজগঞ্জ		
৩। মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ	২২৪টি সপ্রাবি	৪। মোট ক্লাস্টার সংখ্যাঃ	৯টি
৫। মোট ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যাঃ	৫০৪৫৩জন	৬। মোট শিক্ষক সংখ্যাঃ	১১৮১জন
৭। কোভিড-১৯ পরবর্তী বিদ্যালয় চালুকরণের তারিখঃ		১২/০৯/২০২১খ্রি.	
৮। কোভিডকালীন আইসোলেশন সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ		০টি	
৯। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের নামঃ		মোঃ ফজলুল হক	
১০। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের ই-মেইলঃ		ueoshahzadpur2015@gmail.com.	
১১। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের মোবাইলঃ		০১৭১২৫১৩৪৫১	

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় পুনরায় চালু করণে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দশিকা/গাইডলাইন অনুসারে গৃহীত কার্যক্রম।

ক. বিদ্যালয় প্রস্তুতকরণ বিষয়ক তথ্য

ক্রমিক নং	বিষয় নির্দেশিকা	গৃহীত কার্যক্রম
১.০	পুনরায় কার্যক্রম চালু করার পূর্বে বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- পিপিই উপকরণ সংগ্রহ, বিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি)	• পিপিই উপকরণ (মাস্ক, সেনিটাইজার)সংগ্রহ করা হয়েছে; • বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ও শ্রেণিকক্ষ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে; • শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে নিরাপদ শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে; • প্রতিটি বিদ্যালয়ে নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার সরবরাহ করা হয়েছে । • প্রতিটি বিদ্যালয়ের চেয়ার,বেঞ্চ ও টেবিল সেনিটাইজড করা হয়েছে ।
২.০	হাত ধোয়ার জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ (running water) ও সাবানের ব্যবস্থা আছে/করা হয়েছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ	সপ্রাবি এর সংখ্যা: ২২৪টি
৩.০	বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ বিষয়ক ব্যবস্থাপনাঃ (যেমন- রেজিস্টার প্রস্তুতি, রেজিস্টারে স্বাস্থ্যকর্মী, কমিনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম্বার সংরক্ষণ, ইত্যাদি)	• রেজিস্টার তৈরি করা হয়েছে; • প্রয়োজনীয় ব্যক্তিবর্গের (স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষা অফিসার, মেডিকেল অফিসার , কমিউনিটি ক্লিনিক) মোবাইল নম্বর বিদ্যালয় ও অভিভাবককে সরবরাহ করা হয়েছে; • স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের জন্য নির্ধারিত ফরমেট প্রতিটি বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে। • করোনাকালীন স্বাস্থ্যবিধি পত্র প্রতিটি বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে ।

ক্রমিক নং	বিষয় নির্দেশিকা	গৃহীত কার্যক্রম
৪.০	বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত অবহিতকরণ ও প্রচারণা কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- কোভিড-১৯ এ করনীয় ও বর্জনীয় বিষয়ক বিভিন্ন সভা, সভার অংশগ্রহণকারীর ধরণ, সভার সংখ্যা, সভার বা যোগাযোগের মাধ্যম (গুগল মিট/জুম মিটিং/ কল/মেসেঞ্জার) ইত্যাদি)	• কোভিড-১৯ এ করনীয় ও বর্জনীয় বিষয়ক বিভিন্ন সভা আয়োজন করা হয়েছে; • সভার অংশগ্রহণকারীর ধরণ: শিক্ষক, অভিভাবক সহ বিভিন্ন অংশীজন; • সভার সংখ্যা: ৪৫০টি • সভার বা যোগাযোগের মাধ্যম: ফেইসটুফেইস, গুগল মিট, জুম মিটি, কল/মেসেঞ্জার ইত্যাদি
৫.০	বিদ্যালয় কর্তৃক উপরোক্ত কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ বিষয়ক তথ্যঃ (বিদ্যালয় প্রতি আনুমানিক কেমন অর্থ বরাদ্দ ছিলো/প্রয়োজন হয়েছে, অর্থের উৎস কী ছিলো ইত্যাদি)	• বরাদ্দকৃত অর্থ: প্রতিটি বিদ্যালয়ে ১৫ থেকে ২০ হাজার • অর্থের উৎস: ১ পিইডিপি ৪,(স্লিপ ফান্ড) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ২ কিছু বিদ্যালয়ে স্থানীয়ভাবে সংগৃহিত অর্থ

খ. বিদ্যালয় কার্যক্রম চলাকালীন তথ্য

ক্রমির্ক নং	নির্দেশিকা (গাইডলাইন)	গৃহীত কার্যক্রম
০১	ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার আছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা	সপ্রাবি এর সংখ্যা ২২৪ টি
০২	কার্যক্রম চালুর পর উপজেলায় কোভিডে আক্রান্ত শিক্ষকের আনুমানিক সংখ্যা	সপ্রাবি এর সংখ্যা ১০টি
০৩	কার্যক্রম চালুর পর উপজেলায় কোভিডে আক্রান্ত শিক্ষার্থীর আনুমানিক সংখ্যা	সপ্রাবি এর সংখ্যা ০টি
০৪	বিদ্যালয় কার্যক্রম চালু অবস্থায় বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- সারিবদ্ধভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা, প্রবেশের সময় ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা দেখা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাস্ক পরা নিশ্চিত করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ, কেউ অসুস্থ্য হলে গৃহীত ব্যবস্থা ইত্যাদি)	• সারিবদ্ধভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা রয়েছে; • স্বাস্থ্যবিধি মেনে ৩ ফুট দুরত্বে শিক্ষার্থীদের লাইনে দাড়করানো । • প্রবেশের সময় ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা যাচাই করা হয়েছে; • শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাস্ক পরা নিশ্চিত করা হয়েছে; • কেউ অসুস্থ হলে তাৎক্ষণিক আইসোলেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। • কেউ অসুস্থ হলে তাৎক্ষণিকভাবে ডাক্তারের পরামর্শ দেয়া হয়েছে
০৫	শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনায় গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- কোন দিন কোন শ্রেণীর ক্লাশ হবে সেই পরিকল্পনা প্রনয়ন, একই দিনে দুইয়ের অধিক শ্রেণীর কার্যক্রম না রাখা, শিফট ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি)	• শিফটভিত্তিক ব্লেন্ডেড শ্রেণি রুটিন বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে • শিখন ঘাটতি পূরণে পাঠ পরিকল্পনা প্রতিটি বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে • স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্বাস্থ্যসুরক্ষা ও নিরাপদ শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে • শিফট ভিত্তিক শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আনা হয়েছে । • ৩ফুট দুরত্ব বজায় রেখে আসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে । • করোনাকালীন স্বাস্থ্যবিধি পত্র প্রতিটি বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে ।
০৬	শ্রেণী কার্যক্রমের বাইরেও বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সারসংক্ষেপঃ (যেমনঃ গুগল মিটে/হোয়াটস এপে/ফেসবুক লাইভে ক্লাশ পরিচালনা, সংসদ টিভির কার্যক্রম মনিটরিং হোম ভিজিট, ওয়ার্কশিট বিতরণ ইত্যাদি/	• গুগল মিটে/হোয়াটস এপে/ফেসবুক লাইভে অনলাইন ক্লাশ পরিচালনা করা হয়েছে; • সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে ‘ঘরে বসে শিখি’ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে; • হোম ভিজিট এবং ওয়ার্কশিট বিতরণের মাধ্যমে শিখন ঘাটতি হ্রাসের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। • মোবাইলে শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি হ্রাসে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে

ক্রমিক নং	নির্দেশিকা (গাইডলাইন)	গৃহীত কার্যক্রম
০৭	কোভিড পরবর্তী বিদ্যালয় কার্যক্রম পরিচালনায় বিদ্যালয় যে সব সমস্যায় পড়েছে তার সারসংক্ষেপঃ	• বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা • উপস্থিতি নিশ্চিত করা তথা বিদ্যালয় ফিরিয়ে আনা • সন্তানকে বিদ্যালয়ে প্রেরণে অভিভাবকদের একধরণের ভীতি; • স্বাস্থ্য বিধিকে অভ্যাসে পরিনত করা একটি চ্যালেঞ্জ ছিল; • শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে মনোসামাজিক ভীতি;
০৮	যেভাবে বিদ্যালয়সমূহ উপরোক্ত সমস্যার সমাধান করেছে তার সার সংক্ষেপঃ	• অভিভাবকদের নিয়ে একাধিক সভা আয়োজন করা হয়েছে; • স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত পোস্টার, লিফলেট সরবরাহ করা হয়েছে; • শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে; • অভিভাবকদের সাথে প্রতিনিয়ত মোবাইলে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে ।

সার্বিক মন্তব্য: শাহজাদপুর উপজেলাধীন ২২৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রনীত যাবতীয় পরিপত্র ও নির্দেশিকা অনুসরণ করে কোভিড-১৯ পরবর্তী বির্দ্যালয় পুনরায় চাল করা হয়েছে । শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটটি পুরনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নির্দেশনাসহ অন্যান্য ব্যবস্থাপনা চালু আছে । বর্তমানে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিতসহ শিখন ঘাটতি পুরন অনেকখানি সম্ভব হয়েছে । পরবর্তীতে শতভাগ শিখন ঘাটতি পুরণ সম্ভব হবে ইনশাল্লাহ ।

স্বাক্ষরিত/-

মোঃ ফজলুল হক
উপজেলা শিক্ষা অফিসার
শাহজাদপুর,সিরাজগঞ্জ